ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

1. জন্ম ও পারিবারিক পরিচিতি
2. কর্ম জীবন
3. সাহিত্যকীর্তি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (জন্ম: ১৮১২ - মৃত্যু: ১৮৫৯) ঊনবিংশ শতাব্দীর এক জন বাঙালি কবি ও সাহিত্যিক। তিনি ছিলেন 'সংবাদ প্রভাকর' (বা 'সম্বাদ প্রভাকর')-এর সম্পাদক। তাঁর হাত ধরেই মধ্যযুগের গণ্ডি পেড়িয়ে বাংলা কবিতা আধুনিকতার পথে নাগরিক রূপ পেয়েছিল। তিনি "গুপ্ত কবি" নামে সমধিক পরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো তাঁর পরবর্তী সাহিত্যিকরা ঈশ্বর গুপ্তকে 'গুরু'পদে বরণ করেছিলেন। তাঁর ছদ্মনাম 'ভ্রমণকারী বন্ধু'। এ ছাড়া বহুবিধ পত্র-পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছেন।

জন্ম ও পারিবারিক পরিচিতি

তাঁর জন্ম পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার কাঞ্চনপল্লি (বা কাঞ্চনপাড়া) গ্রামে। তাঁর প্রপিতামহ নিধিরাম ছিলেন এক জন সুবিখ্যাত কবিরাজ এবং তাঁর পিতা হরিনারায়ণ দাশগুপ্ত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ছিলেন। মায়ের নাম শ্রীমতি দেবী। তাঁর বয়স যখন দশ তখন তাঁর মা পরলোকগমন করেন। পিতা ২য় বিয়ে করলে এর পর থেকে তিনি কলকাতার জোড়াসাঁকোতে মামার বাড়িতে বাস করতে শুরু করেন। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবী রেবার সঙ্গে।

সংবাদ প্রভাকর বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক পত্রিকা।

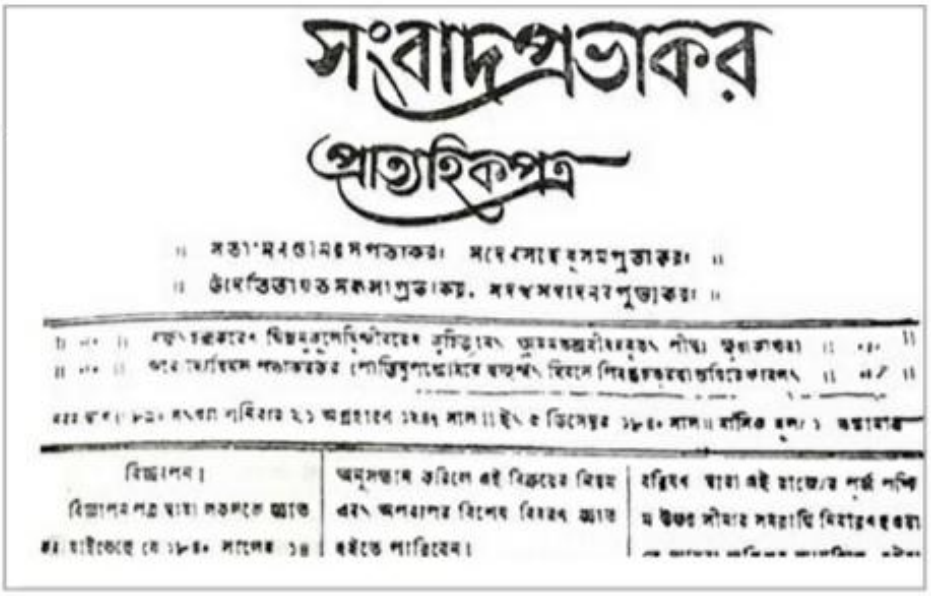
সংবাদপ্রভাকর
প্রাত্যহিকপত্র

১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারিতে (১৬ মাঘ ১২৩৭ বঙ্গাব্দ) পত্রিকাটি সাপ্তাহিক হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার নামের নিচে লেখা থাকতো- 'প্রাত্যহিকপত্র'।

পত্রিকাটি উদ্যোক্তা ও সম্পাদক ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। পাথুরিয়া ঘাটা ঠাকুর পরিবারের যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-এর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। মূলত যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর অর্থায়নে চোরাবাগানের একটি প্রেস থেকে এই পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়।

১২৩৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে এই ঠাকুর-বাড়িতে এই পত্রিকার জন্য একটি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করা হয়। ১২৩৯ বঙ্গাব্দে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যু হয়। ফলে অর্থাভাবে পত্রিকাটির ৬৯টি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয় যায়। এর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ২৫ মে ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে।

১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১০ আগষ্ট থেকে পত্রিকটি পুনরায় প্রকাশিত হতে থাকে। এবারে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো বারত্রয়িক (সপ্তাহে তিনবার)। এরপর ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ই জুন (১ আষাঢ় ১২৪৬) থেকে এটি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়। এই পত্রিকার প্রথম থেকে সম্পাদক ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সম্পাদক নিজের উদ্যোগে লুপ্তপ্রায় কবি ও কাব্য আলোচনার সূত্রপাত করেন এই পত্রিকায়।

১২৬০ বঙ্গাব্দ থেকে প্রতিমাসে এই পত্রিকাটির একটি মাসিক সংস্করণ প্রকাশিত হতো। ঈশ্বরগুপ্ত প্রাচীন কবিদের রচনা সংগ্রহের যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তারই কিছু কিছু এই মাসিক সংস্করণে প্রকাশ করা হতো। সে সময় এই পত্রিকার মাসিক সংস্করণের সাহিত্যপাতাকে কেন্দ্র করে একটি লেখকচক্র গড়ে উঠেছিল। স্বদেশ, সমাজ ও সাহিত্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা এই পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাটিতে সামাজিক ও সাময়িক আন্দোলনের খবরাখবর থাকলেও, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক রচনার প্রাধান্য ছিল।

১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তিন মাস আগেই এই পত্রিকা থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর তাঁর ছোট ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক হন। কিছুদিন এই পত্রিকা চলার পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কর্ম জীবন

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি তিনি সংবাদ রত্নাবলী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। সংবাদ প্রভাকর ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, তিনি এটিকে দৈনিকে রূপান্তর করেন ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে সাপ্তাহিক পাষণ্ড পত্রিকার সঙ্গে সম্পাদক হিসাবে সংযুক্ত। পরবর্তী বৎসর তিনি সংবাদ সাধুরঞ্জন পত্রিকার দায়িত্বভার পালন করেন। তিনি গ্রাম গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন এবং কবিগান বাঁধতেন। প্রায় বারো বৎসর গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে তিনি প্রাচীন কবিদের তথ্য সংগ্রহ করে জীবনী রচনা করেছেন।

সাহিত্যকীর্তি

তাঁর কবি প্রতিভা কিছুটা সাংবাদিক ধরনের হলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর চিরস্থায়ী আসনলাভ সম্ভব হয়েছে কারণ এক দিকে মধ্যযুগের দেবমাহাত্ম্য ব্যঞ্জক বিষয় থেকে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করে তিনি যেমন অনায়াসে 'পাঁঠা', 'আনারস', 'তোপসে মাছ' ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে কবিতা লেখেন; তাঁর কবিতায় উঠে আসে সমসাময়িক রাজনৈতিক,সামাজিক ঘটনাবলির চিত্ররূপ তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে। তৎকালীন কবিওয়ালাদের জিম্মা থেকে বাংলা কবিতাকে তিনি নাগরিক বৈদগ্ধ ও মার্জিত রুচির আলোয় নিয়ে আসেন। সাংবাদিক রূপেও ঊনবিংশ শতকের এই আধুনিক মানুষটি যথাযোগ্য কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন।